যায়যায়দিন

তারিখ 22 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত বদল করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এম মামুন হোসেন

নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণ শেষে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার শর্তপূরণে ব্যর্থ ও শিক্ষার্থী ভর্তির যোগ্যতা হারানো দেশের ৪১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপে পড়ে আরেক দফা সময় দিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ৩০ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) যৌথ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানা গেছে।

এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হওয়ার শর্তপালনে পুরোপুরি ব্যর্থ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের নির্দেশনা জারি করে।

নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়, অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হওয়ার শর্তপালনে ব্যর্থ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের পর শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। সাড়ে তিন মাস আগে আলটিমেটামের ওই মেয়াদ শেষ হলেও এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়ায় ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নতুন সেমিস্টারে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু করেছে।

জানা গেছে, ৩০ জানুয়ারির বৈঠকে অবকাঠামো নির্মাণে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থানের ভিত্তিতে ক্যাটাগরি করা হবে। ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।

নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণ করে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর শর্তের মেয়াদ আরো বাড়ছে

ইউজিসি সূত্রে বলা হয়েছে- প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন গ্রহণের পরই তাদের মধ্যে জমি কেনার ধুম পড়ে যায়। ইতোমধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় জমি কেনার কথা লিখিতভাবে জানিয়েছে ইউজিসিকে। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর বাইরে বিশেষ করে গাজীপুর ও আশুলিয়ায় নিজস্ব জমি কিনেছে। কেউ কেউ অবকাঠামো নির্মাণ না করেই শুধু জমি কিনে ঘটা করে ক্যাম্পাস উদ্বোধনেরও ঘোষণা দিয়েছে। তবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নকশা অনুমোদন করেছে।

সূত্র জানায়, গত ১৩ আগস্ট গাজীপুরের সারাব ইপিজেড এলাকায় নর্দান ইউনিভার্সিটি ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন করে। ওইদিন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির অবকাঠামোবিহীন ১৯ বিঘা ফসলি জমি এখনো খা-খা করছে।

গত ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি নিজস্ব ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেছে। প্রকৃতপক্ষে গাবতলীর পাশে আদাবর এলাকায় ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য সাড়ে ছয় বিঘা জমি কিনেছে তারা।

মন্ত্রণালয় : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মন্ত্রণালয় : চাপে পড়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জমিতে কোনো অবকাঠামো এখনো গড়ে তোলা হয়নি। এলাকার এমপি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খালি জমিতে প্যান্ডেল করে ক্যাম্পাস উদ্বোধন করা হয়।

জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় এবং ব্যস্ততম সড়কের পাশে মার্কেট, দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁর ওপর খুবই স্বল্প পরিসরে ভাড়া করা ভবনে ক্যাম্পাস খুলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো কার্যক্রম চালাচ্ছে। অথচ এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা অনেক ব্যয়বহুল। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল ক্যাম্পাস, প্রোগ্রাম এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে লিপ্ত রয়েছে। শুধু দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটিরই সারাদেশে শতাধিক ক্যাম্পাস রয়েছে বলে ইউজিসি সূত্র জানায়।

উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পরিচালনা করার জন্য ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। ১৯৯৮ সালে এর সামান্য সংশোধনী আনা হয়। ওই আইনের অধীনে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশে মোট ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে স্থাপনের সাময়িক অনুমোদন নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মান রক্ষায় ব্যর্থতার কারণে ২০০৬ সালে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করা হয়। এখন ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক অনুমতি গ্রহণ করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয় (আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি) ছাড়া ৪৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতির মেয়াদ (প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ৫ বছর) উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে নির্ধারিত সময়ে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ করার শিক্ষা কার্যক্রম স্থায়ী ক্যাম্পাসে শর্ত পূরণে ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

ইউজিসি জানিয়েছে, ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র আটটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনে অবকাঠামো নির্মাণ করছে। নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় জমি কিনেছে কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করেনি। নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত পরিমাণ জমির পরিবর্তে অল্প পরিমাণ (৭/৮ কাঠা) জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি এবং আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইউনিভার্সিটি নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া জমি কিনে অবকাঠামো নির্মাণ করছে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটি।

অন্যদিকে জমি ক্রয় করেছে কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করেনি এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো- আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, দি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শান্তা-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি।

নির্ধারিত পরিমাণ জমির পরিবর্তে স্বল্প পরিমাণ (৭/৮ কাঠা) জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস পরিচালনা করা নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো দি পিপলস ইউনিভার্সিটি, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি সিলেট, প্রিমিয়াম ইউনিভার্সিটি (চট্টগ্রাম), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

নিজস্ব মালিকানায় স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে- দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও ইবাইস ইউনিভার্সিটি।

ইউজিসি সদস্য (প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়) ড. আতফুল হাই শিবলী যায়যায়দিনকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কড়াকড়ি আরোপের কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব জমি কিনেছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণ শুরু করেছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদন নিয়েছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে আগামী ৩০ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বৈঠক করবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, ওই বৈঠকে অবকাঠামো নির্মাণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থানের ভিত্তিতে ক্যাটাগরিতে ভাগ করে শিক্ষার মানোন্নয়নে সময় দেয়া হবে।